Living the Lotus 2
Buddhism in Everyday Life
2026
VOL. 245

১২ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ ব্রাঞ্চপ্রধান মাসানবু মোরি অবসর গ্রহণ করেন এবং আন্তর্জাতিক মিশন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান কেইইচি আকাগাওয়া তার স্থলাভিষিক্ত হন।

রিস্‌সো কোসেই-কাই বাংলাদেশ ব্রাঞ্চপ্রধানের অবসর ও নতুন দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠান
কৃতজ্ঞতা সহাকারে এগিয়ে চলা

Living the Lotus
Vol. 245 (February 2026)

Senior Editor: Rev. Takashi Maeda
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই। বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা～দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

কবি মিয়াজাওয়া কেনজির শিক্ষা (২)
পশ্চিমে যদি কোনো ক্লান্ত মা থাকেন

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

“পৃথিবীর বিবর হতে আবির্ভূত বোধিসত্ত্বের ন্যায়”

“বৃষ্টিতেও হার মানবো না”—এই অমর পঙ্‌ক্তি দিয়ে সূচিত মিয়াজাওয়া কেনজির কবিতাটি অনেকেরই পরিচিত। এই সাময়িকীর গত সংখ্যায় আমি উল্লেখ করেছিলাম, কবিতাটি পাঠ করতে গিয়ে আমার মনে হয় যেন সূত্রপাঠ করছি। সেই প্রসঙ্গেই, এখানে সম্পূর্ণ কবিতাটি আধুনিক ও সহজবোধ্য ভাষায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো।

“বৃষ্টিতেও হার মানবো না, ঝড়ের মাঝেও থামবো না, মানবো না হার, তুষার কিংবা গ্রীষ্মের খরতাপে।
সুস্থ, সবল দেহ-মন নিয়ে, লোভহীন, ক্রোধহীন, সদা শান্ত হাসিতে ভরে থাকব।
দিনে চার মুঠো ভাত আর, সঙ্গে কিছু সয়াবিন, সামান্য সবজি—এটুকুই হোক আহার আমার।
জীবনের সকল বিষয়ে নিজেকে হিসাবের বাইরে রেখে, ভালো করে দেখে-শুনে, জেনে-বুঝে পথ
চলতে কখনো ভুলব না। মাঠের প্রান্তে, পাইনবনের ছায়ায় খড়ের ছাউনির ছোট্ট কুটিরে বাস করে,
পূর্বদিকে যদি কোনো অসুস্থ শিশু থাকে, আমি ছুটে যাব তার সেবায়।
পশ্চিমে যদি কোনো ক্লান্ত মা থাকেন, আমি গিয়ে তার ধানের বোঝা তুলে নেব।
দক্ষিণে যদি কেউ মৃত্যুপথযাত্রী হন, বলব—ভয় পেও না, আমি আছি।
উত্তরে যদি ঝগড়া বা সংঘাত দেখা দেয়, আমি বলব—এ সব অর্থহীন, থামাও।
খরার সময় অশ্রু ঝরিয়ে, শীত-গ্রীষ্মে দিশেহারা হয়েও এগিয়ে যাব।
সবাই যদি অকেজো বলে, প্রশংসা না করে, অবজ্ঞায় ভরিয়ে দেয়—তবুও আমি কাতর হব না।
আমি ঠিক, এমন একজন মানুষ হতে চাই।”

ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কেনজির যে অটল সংকল্প এই কবিতায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা পাঠ করলে আমার অন্তর থেকে একটি শব্দই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয় —“অসাধারণ।” বিশেষত কবিতার সেই অংশ, যেখানে পূর্ব–পশ্চিম–উত্তর–দক্ষিণ—চার দিকেই নিরন্তর “এগিয়ে যাও” বলে আহ্বান জানানো হয়েছে, আমার হৃদয়কে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে। রোগাক্রান্ত শিশুর পাশে ছুটে যাওয়া, কৃষিকাজে ক্লান্ত নারীর দুঃখ লাঘব করা, মৃত্যুশয্যায় শায়িত মানুষের কাছে জীবনের চরম সত্য পৌঁছে দেওয়া, আর বিবাদে লিপ্ত মানুষদের শান্ত করে মিলন ও সৌহার্দ্যের পথে আহ্বান জানানো—এসব কোনো বিমূর্ত কাব্যিক কল্পনা নয়। এগুলো হলো বাস্তব জীবনের মাটিতে দাঁড়ানো, এক একটি স্পষ্ট ও দৃঢ় সাধনার অঙ্গীকার। মানুষের দুঃখ, বেদনা ও অন্তরের যন্ত্রণার প্রতি গভীর করুণা ও সহানুভূতি নিয়ে যেখানে কষ্ট আছে সেখানেই “যাও”, এবং নিজের সাধ্য অনুযায়ী নিঃস্বার্থভাবে কিছু করো—এই বাণীতেই প্রতিফলিত হয় দুঃখময় এই সহা-লোকে বোধিসত্ত্বরূপে বেঁচে থাকার দায়িত্ব ও অদম্য সংকল্প।

এই কবিতার পর, কবি কেনজির নোটবুকে ওদাইমোকু—"নামু মিয়ো হো রেঙ্গে কিয়ো"—কে কেন্দ্র করে একটি পবিত্র বিন্যাস অঙ্কিত রয়েছে। এর উভয় পাশে অবস্থান করছেন প্রভূতরত্ন তথাগত ও শাক্যমুনি বুদ্ধ, আর তাঁদের চারদিকে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত রয়েছেন বিশিষ্টচারিত, অনন্তচারিত, বিশুদ্ধচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিতচারিত—এই চার মহান বোধিসত্ত্ব। এইভাবেই সেখানে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের এক পূর্ণাঙ্গ মণ্ডল সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। এই চার বোধিসত্ত্ব হলেন পৃথিবীর বিবর থেকে আবির্ভূত বোধিসত্ত্বদের নেতা। তাঁরা বুদ্ধের গভীর প্রত্যাশা ও করুণাময় সংকল্পকে নিজ জীবনে ধারণ করে, কেবল ভাবনার স্তরে নয়, বরং বাস্তব জীবনের পরিসরে দুঃখক্লিষ্ট জীবদের মুক্তির জন্য অগ্রসর হন। নিজের সামর্থ্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে, নীরবে অথচ দৃঢ়চিত্তে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই শিক্ষাই আমাদের জীবনের জন্য এক গভীর ও মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয়—এমনটাই আমি অন্তর থেকে অনুভব করি।

"ভালো করে দেখে-শুনে, জেনে-বুঝে"

কবিতার মধ্যে উচ্চারিত—"জীবনের সকল বিষয়ে নিজের স্বার্থকে হিসাবের বাইরে রেখে, ভালো করে দেখে-শুনে, জেনে-বুঝে"—এই পঙ্‌ক্তিটি প্রতিবার পাঠ করার সময়, আমাদের সংস্থার শিবুছো ও সুনিন মহোদয়গণসহ সকল সদস্য সকলে প্রতিনিয়ত অত্যন্ত স্বাভাবিক ও নিরবচ্ছিন্নভাবে এই অনুশীলন করে চলেছেন বলে আমার মনে হয়।

নিজের মতামত বা ব্যক্তিগত চিন্তাকে একপাশে সরিয়ে রেখে, অপরের অভিযোগ ও দুঃখবেদনার কথা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করুন, এবং তাঁর অন্তর্নিহিত বুদ্ধপ্রকৃতিতে অটল বিশ্বাস রাখুন। এই শ্রবণের সময়টি অপর ব্যক্তির জীবনে এক অতি মূল্যবান মুহূর্ত, যা তাকে তার দুঃখ ও উদ্বেগ থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধানে সহায়তা করে; একই সঙ্গে এটি এক মহৎ বোধিসত্ত্বের অনুশীলন। যিনি কথা বলেন, তিনি শ্রোতার করুণাময় স্নেহে আবৃত হয়ে নিজের অভিযোগ, অসন্তোষ ও বিলাপ ক্রমাগত প্রকাশ করতে করতে ধীরে ধীরে নিজেই উপলব্ধি করেন যে, কোন বিষয়টি তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, এবং সেই যন্ত্রণার মূল কারণ কোথায় নিহিত। এই আত্মবোধের মধ্য দিয়েই হৃদয় হালকা হয়, এবং দুর্দশা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পান।

একবার আমি এমন এক অঞ্চলে গিয়েছিলাম, যেখানে গৃহযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট জাতিগত সংঘাতের ক্ষত তখনো গভীরভাবে রয়ে গিয়েছিল। সেখানে স্থানীয় প্রধান প্রধান ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়, সম্ভবত কেনজির বাণীর প্রভাবেই, আমি বিশেষ কিছু বলার চেষ্টা না করে কেবল নীরবে তাঁদের কথা শুনে গিয়েছিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, যাঁদের পক্ষে একসময় পরস্পরের সঙ্গে সংলাপ করাও ছিল কঠিন, তাঁদের মধ্যেই ধীরে ধীরে কথা বলার, শুনবার ও বুঝবার এক অনুকূল আবহ গড়ে উঠতে শুরু করে। আমি বিশ্বাস করি, এর কারণ ছিল এই যে, প্রত্যেকে যখন নিজের অন্তরের অনুভূতি অকপটে প্রকাশ করছিলেন, তখন তাঁদের হৃদয়ে নিহিত সেই বুদ্ধসত্তা আপন শক্তিতে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। সেই অন্তর্নিহিত বোধই যেন প্রত্যেককে নীরবে এই সত্য উপলব্ধি করিয়ে দিয়েছিল—"সংঘাত ও লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে থাকা অর্থহীন।"

বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় যে অনেক মানুষ কষ্টভোগ করছে, আর আমাদের ক্ষমতা সীমিত। আমরা কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করলেও, প্রায়শই নিজেদেরকে "অকেজো" বলে মনে হয়। তবু থেমে থাকা যায় না। কেনজি আমাদের শেখান—সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে, মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সদয় ও উষ্ণ হৃদয় নিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া। এছাড়া, আমাদের চারপাশের নিত্যদিনের সাধারণ, নিরন্তর ধর্মানুশীলনই সেই ভিত্তি, যা বিশ্বব্যাপী সমস্যার মুক্তির সঙ্গে অন্তর্নিহিতভাবে সংযুক্ত। তাই প্রতিদিনের জীবনকে অবহেলা না করে সচেতনভাবে বাঁচার শিক্ষাই কেনজি মহোদয় আমাদের দিতে চেয়েছেন।

'কোসেই' ফেব্রুয়ারী ২০২৬ইং।

সাক্ষাৎকার

অন্যের বুদ্ধপ্রকৃতিকে জাগ্রত করার উপাদানে পরিণত হওয়া

মিঃ অনুপ বড়ুয়া, রিস্‌সো কোসেই-কাই কলকাতা।

কবে এবং কিভাবে রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর শিক্ষার সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো?

আমি ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর কলকাতা ধর্ম কেন্দ্রে যোগদান করি। এই পথে আসার পেছনে কারণ ছিল এক রহস্যময় স্বপ্ন। স্বপ্নে, একজন জাপানি বৌদ্ধ পুরোহিত আমাকে বললেন, "এখন থেকে চলুন, আমরা একসঙ্গে বুদ্ধের শিক্ষা ছড়িয়ে দেই।" যাইহোক, আমি থেরবাদ বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, এবং আমার সাধনা মূলত ধ্যান ও শীল-পালনের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আমার খুব কমই জানা ছিল; ধর্মপ্রচারের কোনো অভিজ্ঞতাও ছিল না। তাই স্বপ্নে আমি বললাম, "আমি কীভাবে ধর্ম প্রচার করব, তা জানি না।" পুরোহিত অত্যন্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "চিন্তা করবেন না। বুদ্ধের শিক্ষা মূলত এক এবং অভিন্ন।" এই স্বপ্ন এবং পূর্ব থেকেই মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতি আমার আগ্রহ আমাকে অনলাইনে ভারতের মহাযান বৌদ্ধধর্ম চর্চা করা সংগঠনগুলির সন্ধান করতে অনুপ্রাণিত করল। তখনই জানতে পারি, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় 'রিস্‌সো কোসেই-কাই' নামে একটি বৌদ্ধ সংগঠন আছে। কলকাতা এবং আমি যেখানে থাকি, অন্ডাল, একই রাজ্যে হলেও প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে। তাই আমি কলকাতায় আমার আত্মীয়দের মাধ্যমে ধর্মকেন্দ্রের প্রধান বাবু সুমন বড়ুয়ার টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করি। পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে।

প্রথম কলকাতা ধর্মকেন্দ্রে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন।

যখন আমি প্রথমবার কলকাতা ধর্মকেন্দ্র পরিদর্শন করি, তখন আমার নজর প্রথমেই কেড়ে নেয় পবিত্র বেদিতে স্থাপিত শাশ্বত বুদ্ধের মর্যাদাপূর্ণ মূর্তি বা "গোহোঞ্জন"। সঙ্গে সঙ্গে ফল ও শাকসবজির সুন্দরভাবে সাজানো নৈবেদ্য আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে। এরপর প্রধান সুমন বড়ুয়া আমাকে ব্যাখ্যা করেন কিভাবে বেদীতে সেবা করতে হয় এবং কিভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র পাঠ ও পূজা করা হয়। প্রথমবারের মতো যে ধর্মবৈঠকে (হোজা) আমি অংশগ্রহণ করি, সেখানে

মিঃ অনুপ বড়ুয়া

অংশগ্রহণকারীরা তাদের হৃদয় খুলে নিজেদের ব্যক্তিগত সংগ্রামের কথা আন্তরিকভাবে জানাচ্ছিলেন। এবং হোজার প্রধান তাদের প্রতি করুণাময় হৃদয়ে সাড়া দিচ্ছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের একত্রে পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষা শিখতে এবং গভীর পারস্পরিক বিশ্বাসের মাধ্যমে সংযুক্ত হতে দেখে আমি স্থির করি—"আমি ও পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষা শিখব, তা আমার দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করব, এবং মানুষের সুখ ও কল্যাণের জন্য আমার সামর্থ্য অনুযায়ী সেবা করব।" এই সংকল্পের মাধ্যমে আমি রিস্‌সো কোসেই-কাই-তে যোগদান করি।

গত অক্টোবরে গ্রেটস্যাক্রেট হলে ধর্মশিক্ষকের সনদ অর্জনের পরের অনুভূতি সম্পর্কে কিছু বলুন।

গত অক্টোবর মাসে আমি গ্রেটস্যাক্রেট হলে ধর্মশিক্ষকের সনদ লাভ করেছি। এটি আমার জীবনের এক বিরাট আনন্দ এবং গর্বের মুহূর্ত। একই সঙ্গে, স্বপ্নে যা দেখা হয়েছিল—"আসুন আমরা একসাথে বুদ্ধের শিক্ষা ছড়িয়ে দিই"—তা বাস্তবে পরিণত হওয়ায় আমি এই ধর্মশিক্ষকের ভূমিকাকে ভারতে পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষা ছড়ানোর এক মহৎ দায়িত্ব হিসেবে

নতুন সদস্যদের সাথে (ডান পাশে মিঃ অনুপ বড়ুয়া)

অনুভব করছি, সেই দেশে যেখানে শাক্যমুনি বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যদিও ভারত বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি, বর্তমান সময়ে অনেক মানুষ এখনও বুদ্ধের প্রজ্ঞা, করুণা ও সমতার প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জানেন না। এই কারণে আমি পুণ্ডরীক সূত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং দৈনন্দিন জীবনে তা অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করার দৃঢ় সংকল্প পুনর্নবীকরণ করেছি। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে, আমি বিশ্বাস করি, আমি আগের চেয়ে আরও আত্মবিশ্বাসের সাথে শিক্ষাগুলো অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হব।

রিস্সো কোসেই-কাইয়ের কোনো বিশেষ শিক্ষা কি আপনি দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করেন?

এর আগে আমি প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিও নিওয়ানের লেখা "ইনভিজিবল আইল্যাশেস" বইটি পড়েছিলাম। বইটি আমাকে আবারও স্মরণ করালো যে, সহজ ও সরল জীবনধারা বজায় রাখার মাধ্যমে অন্তরের সমৃদ্ধি অর্জন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা "হোতেই' এর থলের অবস্থা" অধ্যায়ে লিখেছেন—"হোতেই' মহোদয়ের ব্যাগে যা আছে, তা সাবধানে সাজানো অবশিষ্ট খাবারের সমন্বয়। হোতেই কোনো সৌভাগ্যের দেবতা নন, বরং একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যিনি মিতব্যয়িতা শেখান। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি এবং যে জিনিস ব্যবহার করি, প্রতিটি জিনিসের জীবন আছে। যখন আমরা সেই জীবনের পূর্ণ ব্যবহার করি এবং এর সম্পূর্ণ মূল্য প্রকাশ করি, তখন সেটিকে মহাযান দৃষ্টিকোণ থেকে 'বুদ্ধত্ব অর্জন' বলা হয়।" এই শিক্ষার প্রভাবে, আমি এখন অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা ও লোভকে সংযত করার চেষ্টা করি। পরিবর্তে, যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করি এবং সরল ও মিতব্যয়ী জীবনধারা অনুশীলন করি। উদাহরণস্বরূপ: পুরাতন অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রকে পুনর্ব্যবহার করা। রান্নাঘরের সবজি ও ফলের খোসা ঘরের উদ্ভিদের জন্য সার হিসেবে ব্যবহার করা। কৃষকদের সাথে সার ভাগ করে দেওয়া, যা তাদের জন্য সহায়ক ও প্রশংসিত। এইভাবে, আমি দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণ করে সাদামাটা, অর্থপূর্ণ ও সহায়ক জীবনযাপন করার চেষ্টা করি।

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের কোন শিক্ষা আপনাকে সবচেয়ে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের মধ্যে যে শিক্ষা আমাকে সবচেয়ে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, তা হলো ২০ নম্বর অধ্যায়—'সদাপরিভূত বোধিসত্ত্ব অধ্যায়'। এই অধ্যায়ে বর্ণিত সদাপরিভূত বোধিসত্ত্বের অনুশীলন আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। তিনি যাকে-ই দেখতেন, সবার সামনে করজোড়ে প্রণাম করে বলতেন—"তুমি অবশ্যই বুদ্ধ হবে।" সমস্ত মানুষের অন্তর্নিহিত বুদ্ধপ্রকৃতির প্রতি এই অবিচল শ্রদ্ধাই ছিল তাঁর সাধনার কেন্দ্রবিন্দু।
কিন্তু তাঁর এই আচরণের গভীর তাৎপর্য অনেকেই বুঝতে পারেনি। ফলে কেউ কেউ রাগে তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করেছে, আবার কেউ লাঠি তুলে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। তবুও সদাপরিভূত বোধিসত্ত্ব তাঁর বিশ্বাসে অটল থেকে শ্রদ্ধার এই অনুশীলন চালিয়ে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ জাগরণ লাভ করেছেন। "তোমরা সকলেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হবে"—এই বাণীর মাধ্যমে কখনও কাউকে অবজ্ঞা না করে, সকল মানুষের মধ্যে বুদ্ধপ্রকৃতির প্রতি অবিরাম শ্রদ্ধা নিবেদন করার যে সাধনা তিনি দেখিয়েছেন, তা আমার কাছে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সারকথা, তথা ধৈর্য ও করুণার এক উজ্জ্বল প্রতীক। আমি বিশ্বাস করি, সদাপরিভূত বোধিসত্ত্বের এই চেতনা আমাদের আধুনিক জীবনের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

সদস্যের বাড়িতে বন্দনা করছেন মিঃ অনুপ (বামপাশে)

বহন করে। পরিবারে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী ও অধস্তনদের প্রতি—সব ক্ষেত্রেই আমাদের উচিত শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে আচরণ করা; মানুষের দুর্বলতার দিকে নয়, বরং তাদের গুণ, সম্ভাবনা ও বিকাশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। এছাড়া সমাজের পরিসরে, ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিন্নতা অতিক্রম করে সংলাপের মাধ্যমে শান্তি ও মানবিক মর্যাদা রক্ষা করার লক্ষ্য স্থির করাও অপরিহার্য। সব মানুষের মধ্যে বুদ্ধপ্রকৃতিতে বিশ্বাস রাখা এবং তাকে সম্মান করা—এটাই বুদ্ধের হৃদয়, এবং এটাই সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের মূল শিক্ষা বলে আমি বিশ্বাস করি। সদাপরিভূত বোধিসত্ত্বকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, আমি এমন একজন মানুষ হতে চাই, যিনি যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে এই বার্তাটি পৌঁছে দিতে পারবেন—"আপনার মধ্যে অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে," যাতে সেই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাঁদের বুদ্ধপ্রকৃতি জাগ্রত হতে পারে।

পরিশেষে, আপনার বর্তমান অনুশীলনের লক্ষ্য এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের জানাবেন কি?

বর্তমানে আমার প্রধান লক্ষ্য হলো—আমি যে স্থানে বসবাস করি, সেই অন্ডালে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র এবং রিস্সো কোসেই-কাইয়ের শিক্ষাকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আরও ব্যাপক পরিসরে প্রচার করে যাওয়া। একই সঙ্গে, যাঁদের আমি পথনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করার সুযোগ পেয়েছি, তাঁরা যেন ধর্মশিক্ষার অধ্যয়নে আরও গভীর হন, ভবিষ্যতে ধর্মশিক্ষকের সনদ ও গোহোঞ্জন গ্রহণ করেন এবং নেতৃত্বের ভূমিকায় সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে পারেন—এটাই আমার আন্তরিক কামনা। আরও দূরদৃষ্টি নিয়ে ভাবলে, আমার একটি বড় স্বপ্ন রয়েছে। সেটি হলো—এই শিক্ষাগুলি ক্রমশ আরও বিস্তার লাভ করে অন্ডালে একটি নতুন ধর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যা ভবিষ্যতে ধর্মপ্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমি যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে এই শক্তিশালী বার্তাটি পৌঁছে দিতে চাই—"সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের এই শিক্ষা—যেখানে বলা হয়েছে যে সকল মানুষই বুদ্ধত্ব অর্জনে সক্ষম—তার মাধ্যমে আসুন আমরা সবাই একসঙ্গে সত্যিকারের সুখের পথে অগ্রসর হই।"

২৬শে অক্টোবর, ২০২৫ ইং, ধর্মশিক্ষক সনদ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর, আন্তর্জাতিক মিশনের কর্মকর্তাদের সাথে (মিঃ অনুপ বড়ুয়া, সামনের সারিতে ডান থেকে তৃতীয়)

ধর্মানুশীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র

ধর্মানুশীলন করুন এখানে, এখনই

即是道場
Sokuze Dojo

দশস্বরূপতা (দশসতন্ত্রনীতি)

ধারাবাহিকতায় রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা ড. ডমিনিক স্কালাঞ্জেলো এর প্রবন্ধ "এখন এবং এখানেই ধর্মানুশীলনের উপযুক্ত স্থান" আমরা পুনরায় প্রকাশ করছি। "বর্তমান মুহূর্তই সাধনার ক্ষেত্র"—এই দৃষ্টিভঙ্গি সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্রের "তথাগতের দৈবশক্তি" অধ্যায়ে বর্ণিত সেই শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে জীবনের যেকোনো স্থানই ধর্মচর্চার স্থানে পরিণত হতে পারে। "এখানেই, এখনই সাধনার ক্ষেত্র"—এই শিক্ষা আমাদের কোমলভাবে অনুপ্রাণিত করে যেন পরিবার, কর্মক্ষেত্র, বিদ্যালয় অথবা দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো পরিসরেই আমরা ধর্মবাণীকে বাস্তবে প্রয়োগ করি এবং বোধিচিত্তকে জাগ্রত করি।

ডঃ ডমিনিক স্কালাঞ্জেলো

গত আলোচনায় আমরা ভেবেছিলাম—দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধের শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য নিরন্তর "আত্মপর্যালোচনা ও সংশোধন"-এর অনুশীলন কতটা গুরুত্বপূর্ণ। একে অনেকে মাইন্ডফুলনেস বলে থাকেন, আর বৌদ্ধ পরিভাষায় এটি সম্যক স্মৃতি নামে পরিচিত।

আপনারা কি কখনও নিজেকে এরূপ প্রশ্ন করেছেন—"আমাদের মনে কেন দুঃখের জন্ম হয়? তার মূল কারণ কোথায়? যদি তা স্পষ্টভাবে জানা যেত, তবে কি নিজের চিন্তাভাবনা ও আচরণকে বুদ্ধের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যেত না? যদি এমন কোনো সহজ পদ্ধতি থাকত, তবে কি দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সুখী হওয়া আরও সহজ হতো না?"

সৌভাগ্যবশত, সূত্ররাজ সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্রে ঠিক এমনই এক কার্যকর পদ্ধতির নির্দেশ পাওয়া যায়। এই শিক্ষাকে বলা হয় "দশস্বরূপতা" (দশ স্বতন্ত্র নীতি)। এটি আমাদের মন ও কর্ম থেকে কীভাবে দুঃখ ও সুখের উদ্ভব হয়, সেই প্রক্রিয়াকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দেওয়া এক বাস্তবমুখী বৌদ্ধ শিক্ষা। পুণ্ডরীক সূত্রের "উপায়-কৌশল্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে" বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছেন যে—এই জগতের সমস্ত কিছু, তা বস্তুগত হোক, জীবজগতের অন্তর্ভুক্ত হোক বা কোনো ঘটনা হোক—সবই দশটি দিক বা রূপে পরিপূর্ণ। সেগুলি হলো: অবয়ব (রূপ), প্রকৃতি (স্বভাব), সত্তা, শক্তি, কর্ম, কারণ, প্রত্যয়, ফল, প্রতিদান বা পরিণাম, এবং আদ্যন্তে পরিপূর্ণ সমতা।

"দশস্বরূপতা" শব্দটি শুনতে জটিল মনে হলেও, একে সহজভাবে এভাবেও বোঝা যায়—কোনো কিছু সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে দশটি পর্যায় বা ধাপ বিদ্যমান। আজ আমরা এই দশটির মধ্যে প্রথম দুটি ধাপ—"অবয়ব" ও "প্রকৃতি"—নিয়ে আলোচনা করব।

"অবয়ব" বলতে বোঝায়—আমাদের পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ধরা পড়া কোনো কিছুর বাহ্যিক রূপ। এখানে ইন্দ্রিয় বলতে শুধু দৃষ্টি নয়; শ্রবণ, স্পর্শ, গন্ধ ও স্বাদ—সবই অন্তর্ভুক্ত।

অন্যদিকে, "প্রকৃতি" হলো কোনো কিছুর অন্তর্গত গুণধর্ম বা স্বভাব। মানুষের ক্ষেত্রে, "অবয়ব" প্রকাশ পায় তার আচরণ, ভঙ্গি, ব্যবহার ও মুখাবয়বের মাধ্যমে; আর "প্রকৃতি" বলতে বোঝায় তার চরিত্র, মানসিক প্রবণতা ও স্বভাবজাত গুণাবলি।

যদিও আমরা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সরাসরি "প্রকৃতি" উপলব্ধি করতে পারি না, বুদ্ধ যেমন শিক্ষা দিয়েছেন—বস্তুর অন্তর ও বাহির পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই কোনো কিছুর "অবয়ব" গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে, তার অন্তর্নিহিত "প্রকৃতি" অনুধাবন করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, কেউ রাগান্বিত কিনা—আমরা তা কীভাবে বুঝি? আমরা তো মানুষের মনের ভেতর সরাসরি দেখতে পারি না। কিন্তু বাহ্যিক লক্ষণ থেকেই মনের অবস্থা অনুমান করা যায়। মুখ শক্ত হয়ে যাওয়া, দাঁত চেপে ধরা, পা দিয়ে মাটি ঠোকা কিংবা অস্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস—এসবই ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। যখন মন নরকসম অবস্থায় থাকে, তখন যতই তা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, সেই ক্রোধ বাহ্যিক রূপে প্রকাশ পায়ই; একে দীর্ঘদিন মনে গোপন করে রাখা যায় না।

এইটুকু মাত্র দশস্বরূপতা সম্পর্কে জানা থাকলেও, তা আমাদের দৈনন্দিন ধর্মাচরণে কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারে।

ক্রোধ কোনো সুখকর অনুভূতি নয়। অথচ একবার রাগের বশবর্তী হলে আমরা প্রায়ই সারা দিন, কখনও তারও বেশি সময় ধরে সেই অবস্থায় আটকে থাকি। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ ক্রোধ এমন কর্মের জন্ম দিতে পারে, যা নিজেকে আরও দুঃখে নিমজ্জিত করে এবং অন্যকেও আঘাত করে। আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে যদি আমরা প্রমত্ত হৃদয়ের উপস্থিতি টের পাই, তবে যত দ্রুত সম্ভব সেই মনোভাব সংশোধন করা জরুরি। কিন্তু কেবল মনে মনে "রাগ করবে না" বলে আদেশ দিলেই খুব একটা ফল হয় না। তাহলে উপায়

কী? বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দেয় "মন ও দেহ এক ও অভিন্ন"। অর্থাৎ, মন যেমন দেহকে প্রভাবিত করে, তেমনি দেহও মনকে প্রভাবিত করে। তাই বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত দেহ বা "অবয়ব" পরিবর্তন করলে, অন্তরের মন বা "প্রকৃতি"-কেও পরিবর্তন করা সম্ভব। শুনতে বিস্ময়কর মনে হলেও, এটিই দশস্বরূপতার শিক্ষার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।

রিস্সো কোসেই-কাই-এ যে উজ্জ্বলতা ও প্রফুল্লতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, তার একটি কারণ এখানেই নিহিত। উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল মুখভঙ্গি ধারণ করলে মনও ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে ওঠে। শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন—"মন খারাপ থাকলেও যদি বারবার হাসিমুখে থাকার অভ্যাস করা যায়, তবে ধীরে ধীরে মনও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিপরীতভাবে, যদি সবসময় বিষণ্ণ মুখ করে থাকা হয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই মন আরও ভারী হয়ে যায়।" যিনি সর্বজনগ্রাহ্য উষ্ণতা ও স্নেহের প্রতীক হিসেবে পরিচিত, সেই শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা নিজেও এই হাসিমুখের সাধনা নিজ জীবনে পালন করতেন। কেন উজ্জ্বল মুখভঙ্গি মনকেও উজ্জ্বল করে তোলে—দশস্বরূপতা অধ্যয়ন করলে তার কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদি আয়নায় নিজের মুখে টানটান ভাব দেখতে পান, মুঠি শক্ত করে রাখা লক্ষ্য করেন, কিংবা আশপাশের মানুষ যেন অজান্তেই আপনার থেকে দূরত্ব বজায় রাখছে বলে মনে হয়—তবে হয়তো আপনি নিজে টের না পেলেও, মনে ক্রোধ গোপনে বাস করছে। মন পরিবর্তন করতে চাইলে, আগে সমাজের প্রতি প্রকাশিত নিজের রূপটিকে বদলে দেখুন। চারদিকে হাসিমুখ ছড়িয়ে দিন। এই একটিমাত্র সরল আচরণই মনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেওয়ার সূচনা হতে পারে।

এইভাবে "অবয়ব" পরিবর্তনের মাধ্যমে কেবল আমাদের নিজের মনই আলোকিত হয় না; বরং তার শুভ প্রভাব চারপাশের মানুষ এবং আমরা যে পরিস্থিতিতে অবস্থান করছি, সেখানেও ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। এই বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী আলোচনায় আরও বিশদভাবে কথা বলা হবে।

সাম্প্রতিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন

রেভারেন্ড কেভিন রোশেই, ব্রাঞ্চপ্রধান সানআন্তোনিও।

"অবয়ব ও প্রকৃতি"

এই বছরের শুরুতে, সংঘের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সঙ্গে তাঁর অন্তর্গত মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিল। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, সহানুভূতিশীল ও পরিণত এক মহিলা। তবে তাঁর গল্প শুনতে শুনতে আমি অনুভব করেছিলাম, তিনি গভীর ব্যথা, উদ্বেগ এবং মানসিক ক্লান্তিতে ভুগছিলেন। জীবনের ঘটনাগুলি অপ্রত্যাশিতভাবে সংঘটিত হওয়ায় তাঁর প্রতিটি দিন কঠিন হয়ে উঠেছিল। তবুও, এই পরিস্থিতিতেও তিনি জীবনের অর্থ খুঁজে বের করতে এবং হতাশা কাটিয়ে উঠতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

দুঃখ ও কষ্টের মধ্য দিয়ে, তিনি নিজের ক্রোধ, হতাশা এবং অস্থিরতা প্রকাশ করেছিলেন। তবুও তাঁর আচরণ ছিল শান্ত, চিন্তাশীল এবং সর্বদা সংযত, যা সহজেই বোঝায় যে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সত্য ও প্রজ্ঞা খুঁজে বের করার সংকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এটি যেন ঝড়ের দিনে উত্তাল হ্রদের দৃশ্য পর্যবেক্ষণের মতো—ঢেউ থাকলেও তা হিংস্র নয়, এবং মনে হচ্ছিল যে ধীরে ধীরে ঢেউ প্রশমিত হয়ে হ্রদ আবার তার প্রাকৃতিক শান্ত অবস্থায় ফিরে যাবে।

মনের শান্তি ফিরে পেতে তিনি এক বিশেষ সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এই কঠিন অভিজ্ঞতাটিকে তাঁর "ধর্মানুশীলনের যাত্রা"-এর একটি সাক্ষাৎ হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তী ছয় মাস ধরে, তিনি ধর্মশিক্ষকের সনদপ্রাপ্ত এক জ্যেষ্ঠ সদস্যের তত্ত্বাবধানে করুণার অনুশীলন চালিয়ে যান। এই সাধনার মাধ্যমে তিনি নিজের অন্তর্নিহিত বুদ্ধ প্রকৃতির জ্ঞান উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

তিনি জীবনের ঘটনাবলিতে নিজের ভূমিকা নিয়ে প্রতিফলন করেছিলেন। দুঃখকে ধর্মশিক্ষার অংশ হিসেবে পুনর্বিবেচনা করে, তিনি নিজেকে সংশোধন ও উন্নতির পথ খুঁজতে গিয়ে অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে নতুনভাবে গঠন করেছিলেন। সময়ের সাথে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তিনি আত্মসচেতনতা ও গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে উন্নত শিক্ষায় নিজেকে নিবেদিত করেছেন। ধর্ম দ্বারা পরিচালিত এই সাধনা তাকে শেখায় কিভাবে তার কঠিন অভিজ্ঞতাগুলো একদিন অন্যদের মুক্তির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

এক ধাপে একজন বোধিসত্ত্বের জন্ম প্রত্যক্ষ করা আমার জন্য ছিল গভীর সম্মানের বিষয়। তাঁর বিকাশ সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল।

আমার ভূমিকা ছিল এই ক্রমবর্ধমান ধর্মানুশীলনকারীর অন্তরের যাত্রা নীরবে পর্যবেক্ষণ করা। একই সঙ্গে, এটি আমাকে শিখিয়েছিল—কীভাবে প্রতিটি মানুষের অন্তরে নিহিত বুদ্ধ প্রকৃতি আবিষ্কার করা যায়, এবং কীভাবে একটি সুন্দর বন্ধন তৈরি করে প্রতিভাত কারণগুলিকে লালন ও সক্রিয় করা যায়।

মানুষকে লালন করার আনন্দ

ডানায় জড়িয়ে রাখার মতো

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

'লালন' শব্দটির মূল অর্থ ছিল 'ডানায় জড়িয়ে রাখা'। যেমন মা পাখি ডানা মেলে ডিমকে উষ্ণ রাখে, আর ডানা দিয়ে জড়িয়ে সদ্য জন্মানো ছানাকে বাহিরের সব বিপদ থেকে রক্ষা করে বড় করে তোলে। সেই কারণেই কাউকে গভীর মমতায়, যত্নে-মনোযোগে বড় করে তোলাকে আমরা 'লালন' বলি।

আমার দাদু ঠিক এমনভাবেই আমাকে লালন করেছিলেন। শীতের সন্ধ্যায় বরফে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে যখন বাড়ি ফিরতাম, দাদু তাঁর নিজস্ব তুলামোড়া গরম পোশাকের ভেতর আমাকে নিয়ে জড়িয়ে ধরতেন—হুবহু মা পাখির মতো। আর সেই উষ্ণতার মধ্যে বারবার বলতেন, "মানুষের উপকারে লাগবে—এমন মানুষ হয়ে উঠবে।" এ কথা যদি আমাকে তাতামি ঘরে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে কঠোর ভাষায় বলা হতো, তবে হয়তো এত গভীরভাবে হৃদয়ে প্রবেশ করত না। এটাই—শুধু 'বড় করা' আর 'লালন করে গড়ে তোলা'—এই দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য।

তেমনি, মানুষকে শিক্ষা ও সঠিক পথে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় শিক্ষাও আমি পেয়েছি—আমার পিতার কাছ থেকে। তিনি কখনো শুধু কথায় শিক্ষা দিতেন না; নিজেই সঠিক পদ্ধতি আগে করে দেখাতেন। তাঁর কাজ করার ভঙ্গি দেখলেই শেখার আগ্রহ তৈরি হতো। এভাবে দেখিয়ে দেখিয়েই তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন—যখন শিক্ষক নিজে আচরণে উদাহরণ সৃষ্টি করেন, তখন শিক্ষার্থীরাও আনন্দের সঙ্গে শেখে, এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অনুকরণ করতে চায়।

নিওয়ানো নিক্কিও বাণী সংগ্রহ ১, 'বোধিবীজকে জাগ্রত করা' পৃ. ৯২।

পার্থক্যের মধ্যে সাদৃশ্য

রেভারেন্ড তাকাশি মায়েদা
পরিচালক, রিস্‌সো কোসেই-কাই আন্তর্জাতিক মিশন।

২০ ডিসেম্বর, ২০২৫ইং তারিখে শ্রীলঙ্কার ব্রাঞ্চপ্রধানের বিদায় ও নতুন ব্রাঞ্চপ্রধানের বরণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন রেভারেন্ড তাকাশি মায়েদা।

সবাইকে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা।

গত বছরের শেষের দিকে, পুরোনো ব্রাঞ্চপ্রধানের বিদায় ও নতুন ব্রাঞ্চপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা সফরের সুযোগ আমার হয়েছিল। যদিও উভয় দেশই দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত, তবু ভাষা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপনসহ নানা ক্ষেত্রে আমি স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করেছি। তবে এই দুটি দেশের মধ্যে যে বিষয়টি অভিন্ন ছিল, তা হলো—সদস্যদের উষ্ণ আন্তরিকতা।

সফরের সময়, ভোরের পূর্বের নীরব মুহূর্তে মনোযোগ দিয়ে শুনলে বাতাসের মৃদু শব্দ ও পাখির কলতান কানে এসে পৌঁছাত। চোখ বন্ধ করলে এক আশ্চর্য অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল—মনে হচ্ছিল, আমি ঠিক কোথায় আছি তা আর স্পষ্ট নয়। দৃশ্যপট ভিন্ন হলেও, চোখ বন্ধ করে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হলে গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম যে আমরা সকলেই একই পৃথিবীতে বাস করছি। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা যেন পৃথিবীর বিবর হতে আবির্ভূত বোধিসত্ত্বদের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই মাসের ধর্মোপদেশে সম্মানিত প্রেসিডেন্ট কবি মিয়াজাওয়া কেনজির "বৃষ্টিতেও হার মানবো না" কবিতার আলোকে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—কীভাবে নিজের সাধ্যমতো অবস্থান থেকে অন্যের পাশে দাঁড়িয়ে, পৃথিবীর বিবর হতে আবির্ভূত বোধিসত্ত্বের মতো জীবন যাপন করতে পারি।

বুদ্ধের শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করার মাধ্যমে আমরা বহু মানুষের মনের আশ্রয় হয়ে উঠতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের অবয়ব, স্বভাব, আগ্রহ ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এই ভিন্নতাই আমাদের শক্তি—এর মাধ্যমেই আমরা নানা ধরনের মানুষের উপকারে আসতে সক্ষম হই।

আসুন, নিজেদের স্বকীয় গুণাবলি কাজে লাগিয়ে, দৈনন্দিন ছোট ছোট অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তির পথে অবদান রাখার বিশ্বাস নিয়ে, এই মাসও উজ্জ্বল মন ও প্রাণবন্ত হৃদয়ে ধর্মানুশীলনে আত্মোনিয়োগ করি।

শ্রীলঙ্কান ব্রাঞ্চপ্রধানের অবসর ও নতুন দায়িত্ব গ্রহণের অনুষ্ঠানের পরে অংশগ্রহণকারীদের সাথে (পরিচালক মায়েদা সামনের সারির মাঝখানে)

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter

A Global Buddhist Movement

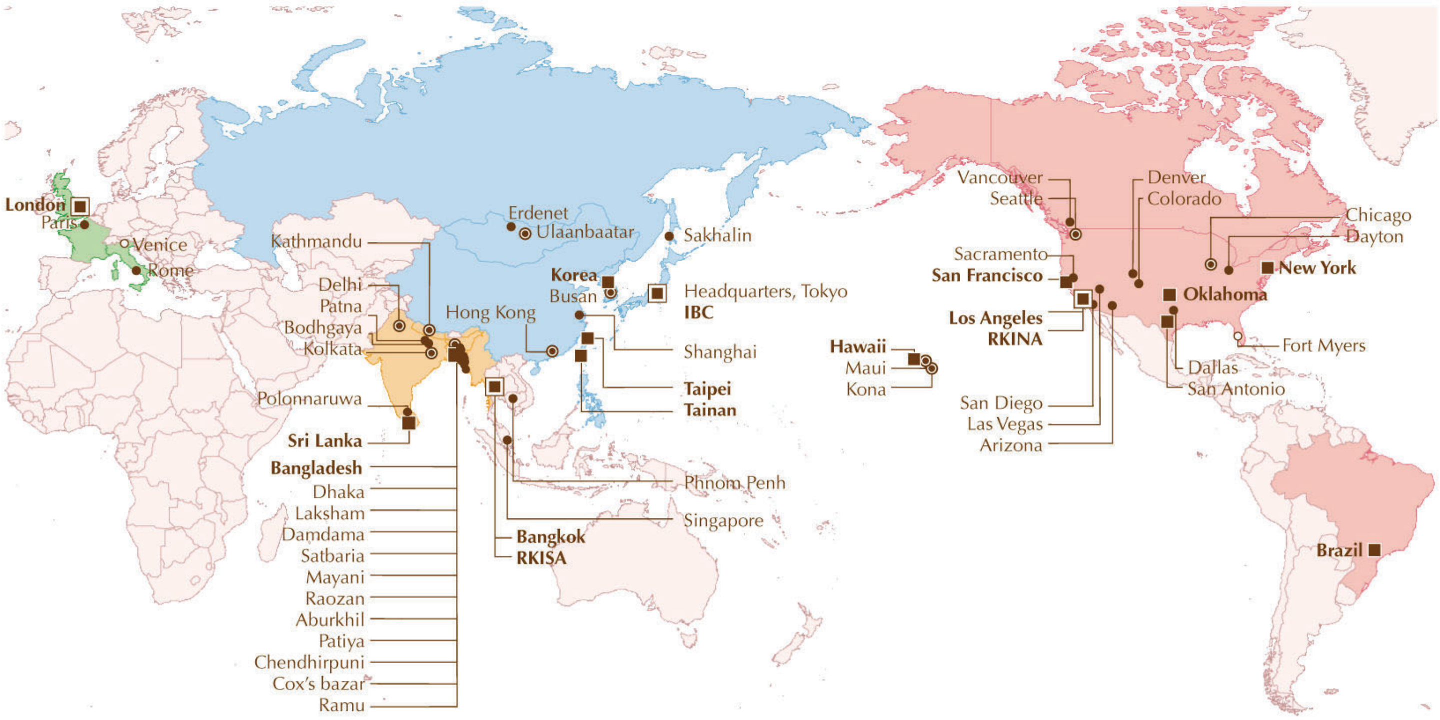

Information about local Dharma centers

facebook

X

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp